A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from
www.A-PDF.com to remove the watermark

রোকেয়া থেকে উদ্ধৃতি

বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধৃতি

প্রবর্তনা

প্রকাশক :
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
২/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা - ১২০৭
ফোন : ৯১১৮৪২৮, ৮১১৪৬৫, ৩২৯৬২০

প্রথম প্রকাশ : ২৩ মে, ১৯৯৫, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭, ১ পৌষ, ১৪০৪
তৃতীয় প্রকাশ : ৫ জানুয়ারি, ২০০৫, ২২ পৌষ, ১৪০৫
চতুর্থ প্রকাশ : ২ ডিসেম্বর, ২০০৩, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পঞ্চম প্রকাশ : ১১ জানুয়ারি, ২০০৭, ২৮ পৌষ, ১৪১৩
ষষ্ঠ প্রকাশ : ১ জানুয়ারি, ২০০৯, ১৮ পৌষ, ১৪১৫
সপ্তম প্রকাশ : ১৫ জানুয়ারি, ২০১১, ২ মাঘ, ১৪১৭

অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ : রুশিয়া বেগম

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

ভূমিকা

রোকেয়া রচনা থেকে উদ্ধৃতি বিভিন্ন সময় আমরা খুঁজে বেড়াই। নারীমুক্তি সংক্রান্ত লেখালেখি এবং কথাবার্তা বলতে গেলেই রোকেয়াকে আমাদের খুব প্রয়োজন পড়ে। তাই এই ছোট বইটিতে রোকেয়া-রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরছি উদ্ধৃতি আকারে। আমরা জানি এটা বেশ কাজে লাগবে। আর এসব কথা সকলের একেবারে ঠোঁটস্থ হয়ে যাবার দরকার তাহলে নারীদের অধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম তা বুঝতে এবং বোঝাতে ভুল হবে

না। খুব সহজভাবে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন এমন করে বলেছেন রোকেয়া। নারী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। আর শুধু নারীমুক্তির জন্যে নয়- দেশের মুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু নিয়েই তিনি কথা বলেছেন। এ কথাগুলো তাই বেছে বেছে দেয়া হোল।

কাজে লাগাবেন, নিশ্চয়।

আমাদের যথা সম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই ; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নি মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন রূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় না, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছে।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'

মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ

নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্তত: দেখে তখনই মাতা বলেন : ঘুমা শিগ্‌গীর ঘুমা! ঐ দেখ জুজু! ঘুম না পাইলেও শিশু অন্তত: চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : ঘুমাও, ঘুমাও ঐ দেখ নরক। মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত: আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর – ভাদ্র, ১৩১১

তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে, মুণি ঋষি হইতে পারিতেন? যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন ? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া রমণী

জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন ? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর ? আমেরিকায় কি তার রাজত্ব ছিল না ? ঈশ্বর-প্রদত্ত জলবায়ুতো সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থটুকু থাকিল না, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী হইতে ক্রমে আমাদের স্বামী হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশ : তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলংকারগুলি - এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্যবর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে ; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলংকার দাসত্বের নিদর্শন (Originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ-নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি! বলাবাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয়

না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dog collar) দেখি, উহার অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি 'হার' পরিয়াছি। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ী' পরায়, এদেশে ঐ নোলক হইতেছে 'স্বামী'র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনী! আপনাদের এ বহুমূল্য অলংকারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন,

যাহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক,
তিনি সমাজে ততোধিক মান্যগণ্যা!

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচূর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনূর – ভাদ্র, ১৩১১

বাহ্যিক অলংকার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলংকারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে' নমস্কার!

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা-বলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর-প্রেরিত দুত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বর দিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গাম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত

মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনূর – ভাদ্র, ১৩১১

দেখিলেন, ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব? বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে --
এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে!

'স্ত্রীজাতির অবনতি'

মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ

নবনুর – ভাদ্র, ১৩১১

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ-সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viccroy হইয়া এ দেশের সমএ নারীকে 'রানী' করিয়া ফেলিব!!

উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই?

যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না ?

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনূর - ভাদ্র, ১৩১১

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ টাকা বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ টাকা

পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ (টাকা) আর চাকরাণীর খোরাকী ২ টাকা। অবশ্যই কখন কখন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশী পাইতেও দেখা যায়।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনুর – ভাদ্র, ১৩১১

জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচূর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনূর – ভাদ্র, ১৩১১

আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
মতিচুর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ
নবনূর - ভাদ্র, ১৩১১

পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি – কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই বেপর্দা বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমত পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।

বোরকা

নবনূর – বৈশাখ, ১৩১১

বর্তমান যুগে ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন : তাহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাহাদের শয়নকক্ষে, এমন কি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশের যে ভগ্নীরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পর্দা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের না আছে ইউরোপীয়াদের মত শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bed room privacy). না আছে আমদের মত বোরকা।

বোরকা

নবনূর – বৈশাখ, ১৩১১

আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে পর্দা-বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমকে মনে করিতে হইবে, আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনূর - আশ্বিন, ১৩১১

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পর্দানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রানী, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক, সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনূর - আশ্বিন, ১৩১১

খ্রীস্টিয়ান-সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোল আনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমানে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে ; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্ধই (Better half) তাঁহার অংশীর (Partner) এর জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময়ী হইয়া যান না।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনূর – আশ্বিন, ১৩১১

ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন -অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা, আমরা পশু নই। বল ভগিনী, আমরা আসবাব নই; বল কন্যে, আমরা জড়াউ অলংকার-রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।

সুবেহ সাদেক

মোয়াজ্জিন, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩৭

আ ছাদেশ কালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া না হয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি-অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিনী, মরণে (না হয়, অন্তত: তাঁহাদের চাকুরী উপলক্ষে যথা তথা) অনুগামিনী, সুখ-দুঃখ সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী ইত্যাদি। কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা প্রভুদের সৌভাগ্যের)

বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি- নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অপরূপ মুর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যের সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য মণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধুমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট পাহল-ওয়ান দেখিতে চাহেন কি না? যদি তাহাদের দৌহিত্র ঘুষিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে এরূপ ইচ্ছা করেন কি না?

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১

মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক' অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াই জন' হই।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনূর, আশ্বিন, ১৩১১

যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চার জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি.এ পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রাস পাশ ও এফ. এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়া যায় না। যে স্থলে ভ্রাতা 'শম্‌স-উল-ওলমা' সে স্থলে ভগিনী 'নজম-উল ওলামা' হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্ততঃপুর-গগনে অসংখ্যা

'নজমন্নেসা' 'শাম্‌সন্নেসা' শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য-গগনে 'নজম-উল-ওলামা' দেখিতে চাই।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনূর, আশ্বিন, ১৩১১

আমাদের ধর্মমতে বিবাহ হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুক, বিচ্ছেদ আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক-তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা?

'নারীর অধিকার'

মাহেনও, মাঘ, ১৩৬৪

আয়েন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক
আজ জরুরে দিলাম তালাক।

'নারীর অধিকার'
মাহেনও, মাঘ, ১৩৬৪

চাকুরী মা! তোর চরণ দুটি
নিত্য পূজা করি
এই অফিসে চাকুরী যেন
বজায় রেখে মরি।

'এণ্ডিশিল্প'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৮

হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে।।

'নারীর অধিকার'
মাহেনও, মাঘ, ১৩৬৪

২৷ বৎসর পূর্বে লিখিত 'সুলতানার স্বপ্নে' বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুসলিম পাইলটের সহিত যে অবরোধ-বন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই। আমার পূর্বে যে কয়জন বঙ্গীয় মুসলীম মহিলা এরোপ্লেন উঠিয়াছেন, তাঁহারা উড়িয়াছেন সুদক্ষ ইউরোপিয়ান পাইলটের সহিত।

বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল
মোয়াজ্জিন, অগ্রহায়ন, ১৩৩৯

ভ্রাতৃগণ এখন ভগিনীদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা' এ ভারত আর জাগিবে না।

'সিসেম ফাঁক'
সওগাত, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
অগ্রহায়ন, ১৩২৫

ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটেনা ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।

'চাষার দুক্ষু'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৮

ঐ যে চটকল আর পাটকল :- এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী হালে চলে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে- 'পাছায় জোটে না ত্যানা'! ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি ? আল্লাহতালা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন ?

'চাষার দুক্ষু'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৮

দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই – এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে : –

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর – অনলে দহিতে !

'চাষার দুক্ষু'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৮

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ প্রিয়তা নামক আর একটা ভুত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে।

'চাষার দুক্ষ'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ,১ম সংখ্যা, বৈশাখ -১৩২৮

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা
ঔষধ দিব কোথা ?

'চাষার দুক্ষ'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ -১৩২৮

এণ্ডি গুটি আবাদ করিতে অধিক মুলধনের প্রয়োজন হয় না, পরিশ্রমও নগণ্য বলিলেই হয়। ইহার খাদ্য এরণ্ড পত্র। রংপুরে এরণ্ড গাছের কোন মুল্য নাই, যত্রতত্র প্রচুর পরিমানে জন্মিয়া জঙ্গল হয়। সম্ভবত : এরণ্ড – পত্র খায় বলিয়া এ রেশমের নাম 'এণ্ডি'। 'এরণ্ডি' ক্রমে মধ্যস্হলের 'র' লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় ('এণ্ডি') হইয়াছে।

'এণ্ডি শিল্প'

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

বৈশাখ –১৩২৮

বর্তমানে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে খদ্দর কাপড়ের কি মূল্য ছিল? তাহা কেবল পশ্চিম অঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, জোলা, ধুনিয়া প্রভৃতি লোকেরা ব্যবহার করিত। এখন ত খদ্দর আমাদের মাথায় উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ খদ্দর, এণ্ডি ও অপরাপর রেশমী বস্ত্রের বহুল প্রচার বান্ছনীয়। শুনিতেছি একা খদ্দর আমাদের

দেশের ষোল আনা অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। তাহলে ভারতের বিবিধ পট্টবস্ত্র অগ্রসর হউক।।

'এণ্ডি শিল্প'
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
বৈশাখ -১৩২৮

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক দীর্ঘকেশী তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে 'হ্রস্বকেশী' তৈল আবিস্কার করি। যদি কেহ 'কৃষ্ণকেশী' তেল বিক্রয় করেন, তবে আমরা 'শুভ্রকেশী' বাহির করি। 'কুন্তলীনের' সঙ্গে 'কেশলীন' বিক্রয় হয়। বাজারে 'মস্তিস্ক স্নিগ্ধকারী' ঔষধ আছে। এক কথায় বলি যত প্রকারের নকল ও

নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য, তণ্ডুলের ব্যবসা করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

'নিরীহ বাঙ্গালী'
নবনুর, মাঘ, ১৩১০

যদি বল, আমরা দুর্বলভূজা, মুখহীন বুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের।

আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয়? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মফিস্ক (dull head) সুতীক্ষ্ম হয় কিনা।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'

নবনুর – ভাদ্র, ১৩১১

আমরা উত্তমার্ধ (better halves) তাহারা নিকৃষ্টার্ধ (worse halves),আমরা অর্ধাঙ্গী, তাহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবন মরণের কাঠি আছে। যেহেতু না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিন্‌বা তেজস্বিতা জননীর ইঠছার উপর নির্ভর করে। তবে শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদুরদর্শী মহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী না করেন।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না ?

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১

অন্তত পক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি ; গোটা কতক পুঙক পাঠ করিতে বা দু' ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিনী এবং আদর্শ মাতা রূপে গঠিত করিবে।

সুবেহ সাদেক

মোয়াজ্জিন, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩৭

ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। (God helps those that help themselves) তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলআনা উপকার হইবে না।

'স্ত্রীজাতির অবনতি'

নবনুর - ভাদ্র, ১৩১১

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতা বশত : নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ প্রভু হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে। যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১

কাব্য উপন্যাস নহে – এ মম জীবন
নাট্যশালা নহে – এ প্রকৃত ভবন

'স্ত্রীজাতির অবনতি'
নবনূর – ভাদ্র, ১৩১১

আবার যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি সুচী কর্ম ও রন্ধন শিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্না ঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

'অর্ধাঙ্গী'

নবনুর, আশ্বিন, ১৩১১